

জেলা: সিরাজগঞ্জ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ১০৯০/২০১৩

পক্ষগণঃ

মোসাঃ মরিয়ম খাতুন গং

.....প্রিয়েমটর-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারীগণ

-বনাম-

হাজী ফজলুর রহমান গং

.....প্রিয়েমটি-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

জনাব কাজী সদরুল হক

.....দরখাস্তকারীগণের পক্ষে

জনাব মোঃ জাকির হোসেন সরদার

.....প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ০৮.১১.২০২৩

রায় প্রদানের তারিখ: ২৯.০২.২০২৪

প্রিয়েমটর-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মিস আপীল নং ০৪/২০১১ এর বিগত ০৪/০২/২০১৩ ইং তারিখে অতিরিক্ত জেলা জজ, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ কেন রদ রহিত করা হবে না তৎমর্মে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়।

প্রিয়েমটর-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বেলকুটির অধীন তামাই মৌজার অন্তর্গত সি.এস ২৭৭/২৭৮/২৭৯ নং খতিয়ানের অন্তর্গত ২৮২৩ দাগের ৭২ শতক সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পত্তির মালিক ছিলেন মহরচাদ সরকার। মহরচাদ সরকার বিগত ০২/০৭/৫৩ ইং তারিখের ৫৭২৪ নং কবলা দলিল মূলে উক্ত ৭২ শতক সম্পত্তি বাদী ও ২/১৯ নং প্রতিপক্ষের পূর্ববর্তী পিতা আব্দুল জব্বার সরকার বরাবর বিক্রয় করেন। এস.এ জরিপ আমলে বাদীর পিতা আব্দুল জব্বার সরকারসহ অন্যান্য ওয়ারীশগণের নামে এজমালিতে এস.এ ৩৭৪ নং খতিয়ানে নালিশী ২৮২৩ দাগের ৭২ শতকসহ সর্বমোট ৬টা দাগে ৪১৫ শতক সম্পত্তি পরিশুদ্ধভাবে রেকর্ড

হয়েছে। আব্দুল জব্বার মারা গেলে এক পুত্র জাহাংগির হোসেন এবং দুই কন্যা ২নং প্রতিপক্ষ মরিয়ম বেগম ও লাইলী বেগম ওয়ারিশ থাকে। দরখাস্তকারী ও তার ভগ্নিদয় সংশ্লিষ্ট শরীকগণের সাথে নালিশী তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি ভোগ দখলকার বিদ্যমান আছেন। মরিয়ম নেছা ও লাইলী বেগমের ধনীর ঘরে বিবাহ হয়। ২নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর সাথে গোলামাল সৃষ্টি করে পৈত্রিক সর্বত্বকৃষ্ট ১৬ শতক ভূমির উপর বসতবাড়ী তৈরি করে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন। কুদরত আলী অভাবে তার ৫ পুত্র ৩/৪নং প্রতিপক্ষ, সেকেন্দার, আয়ুব, কাদের এবং ৩ কন্যা ছোনেকা, মোনাক্কা, চুনু ওয়ারিশ থাকে। সেকেন্দার ৫/৬ নং প্রতিপক্ষ, পুত্র মান্নান, ৪ কন্যা শিরিন, সেতারা, জুই ও বিলকিছকে ওয়ারিশ রেখে মারা যায়। আইয়ুব আলী মারা গেলে ৪ পুত্র, ৬ কন্যা এবং ময়দান আলী ২ পুত্র ওসমান ও আবদুল গণিকে ওয়ারিশ বিদ্যমানে মারা যায়। ওসমান গণি ৫ পুত্র ১০-১৩ নং প্রতিপক্ষ ও লিখন এবং ৫ কন্যা ওয়ারিশ বিদ্যমানে মারা যায়। মহর চাদ মারা গেলে তার ৪ পুত্র ১৬-১৮ নং প্রতিপক্ষ, আব্দুর রশিদ ও ২ কন্যা ওয়ারিশ থাকে। জেহের মারা গেলে একপুত্র হাসেন আলী ওয়ারিশ থাকে। সেকেন্দার ২ পুত্র ৫/৬ নং প্রতিপক্ষকে, আব্দুর রশিদ সহোদর ভ্রাতা ১৬-১৮ নং প্রতিপক্ষকে ওয়ারিশ থাকায় তাদেরকে এবং এস.এ রেকর্ডীয় জীবীত প্রজাগণকে ৩-১৯ নং প্রতিপক্ষ করা হয়েছে। আর.এস রেকর্ড আমলে নালিশী ৩৭৪ নং খতিয়ানভুক্ত ২৮২৩ নং দাগের ভূমি আর/এস ৯৪১ নং খতিয়ানে আর.এস ৩২৪৭ দাগ হিসেবে দরখাস্তকারী ও তদীয় ভগ্নিদের নামে ৬৬ শতক রেকর্ড হয়। বাকী ০৬ শতক ভূমি রাস্তার মধ্যে চলে যাওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের নামে রেকর্ড হইয়াছে। দরখাস্তকারীকে ১নং প্রতিপক্ষ বিগত ইং ০৯/০৫/৯৭ তারিখে নালিশী সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে দরখাস্তকারী সর্বপ্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয় জানতে পারে এবং ২৩/০৬/৯৭ ও ০৩/০৭/৯৭ ইং তারিখে জাবেদা নকল প্রাপ্ত হয়ে জানতে পারে নালিশী ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে। দরখাস্তকারী যাতে কোন রকম আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে এ কারণে ২৮/১০/৯৬ তারিখের দলিলটি বিক্রয় দলিলের পরিবর্তে কালারেবল নালিশী এওয়াজ দলিল সৃষ্টি করেছে। ১/২ নং প্রতিপক্ষ পরস্পর যোগসাজসে এওয়াজনামা পত্র সৃষ্টি করলেও একে অপরের সম্পত্তি কখনও দখলে যায় নাই। ১নং প্রতিপক্ষ ২নং প্রতিপক্ষ বরাবর দেওয়া নাগগাঁতী মৌজার এস.এ ৯৯ নং খতিয়ানের ৩০৩ নং দাগের ২২ শতকের কাতে ১০ শতক ভূমি সাব্যস্তে ৩১০০ নম্বর

এওয়াজ দলিল করা সত্ত্বেও ২৬/০৪/৯৭ তারিখে ৮০০০/- টাকা বিক্রয় মূল্য সাব্যস্তে ১নং প্রতিপক্ষ বেলকুচি সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের ১২৩৭ নং কবলা মূলে ১নং প্রতিপক্ষ বরাবর পনঃখরিদা দেখিয়েছে। ১/২নং প্রতিপক্ষের কার্যকলাপেই নালিশী দলিলটিকে এওয়াজ বদল দলিল নয় তা প্রমাণিত হয়। ২নং প্রতিপক্ষ ঘরোয়া আপোষ সূত্রে প্রাপ্ত ১৬ শতক বুঝে নিয়ে তার প্রাপ্ত বাকী $8\frac{1}{2}$ শতকের দাবী পরিত্যাগ করেছে। দরখাস্তকারী নালিশী জোতে ওয়ারিশ সূত্রে শরীক। ১নং প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে আগম্বক। হস্তান্তরের বিষয়ে দরখাস্তকারী কোনরূপ নোটিশও প্রদান করে নাই। নালিশী তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি দরখাস্তকারী প্রিয়েমশন মূলে পাওয়ার আদেশ প্রার্থনা করেছেন।

অপর দিকে, ১নং প্রতিপক্ষ আপত্তি দাখিল করে তার আপত্তিতে বলেন যে, নালিশী তপশীল বর্ণিত সি.এস ২৭৭/২৭৮/২৭৯ নং খতিয়ানের অন্তর্গত ২৮২৩ দাগের ৭২ শতকসহ অন্যান্য দাগের সম্পত্তিতে মালিক ছিলেন আব্দুল জব্বার। জব্বার তপশীল দাগের ভূমিসহ তার পৈত্রিক সম্পত্তি ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে স্বত্ববান ও দখলকার থাকাবস্থায় আর.এস জরিপ আমলে আর.এস ৯৪১ নং খতিয়ানে আর.এস ৩২৪৭ নং দাগে দরখাস্তকারী তাদের মাতা ও ২/১৯ নং প্রতিপক্ষের নামে নালিশী ৬৬ শতক ভূমি রেকর্ড হয়েছে। এ দাগের পশ্চিমাংশের ০৬ শতক ভূমি ইউনিয়ন পরিষদের নির্মিত রাস্তার মধ্যে পড়ায় তা ইউনিয়ন পরিষদের নামে রেকর্ড হয়েছে। নালিশী তপশিল বর্ণিত দাগের ভূমি ১নং প্রতিপক্ষের ২৮২২ নং দাগের বসতবাড়ী লাগ দক্ষিণের ভূমি। এস.এ ৩০৩ দাগের ২২ শতক ভূমি ২নং প্রতিপক্ষের বসতবাড়ির সল্লিকটে। ১/২ নং প্রতিপক্ষগণ চাষাবাদ ও দখল ভোগের সুবিধার্থে ২নং প্রতিপক্ষ নালিশী তফশিল বর্ণিত দাগের ৬৬ কাতে উত্তরাংশের ১০ শতক ভূমির সাথে ১নং প্রতিপক্ষের স্বত্ব দখলীয় ২২ শতক কাতে ১০ শতক ভূমি বিগত ইং ২৮/১০/৯৬ তারিখের ৩২০০ নম্বর দলিল মূলে এওয়াজ করে নেয়। ১নং প্রতিপক্ষ তার প্রাপ্ত সম্পত্তি এওয়াজ দলিলের অনুমান ১ মাস পর দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতে আমিন দ্বারা মেপে খুটি গেড়ে সীমানা চিহ্নিত করে নেয়। ২নং প্রতিপক্ষ ২২ শতকের কাতে ১০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার বিদ্যমান আছে। ১নং প্রতিপক্ষ এওয়াজ মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তির উত্তরাংশের ০৩ শতক ভূমিতে মাটি কেটে তার বসতবাড়ির সমান উচু করেছে এবং ভরাট জায়গা দিয়ে পশ্চিম পার্শ্বের রাস্তা হতে পূর্ব

দিকে লোকজন চলাচল করে। মাটি ভরাটে ১নং প্রতিপক্ষের ৫০,০০০/- টাকা খরচ হয়েছে। বাকী ০৭ শতক ভূমিতে ১নং প্রতিপক্ষের তাঁত ফ্যাক্টরীর সুতার ইত্যাদির কাজ করেন। ২নং প্রতিপক্ষ তার প্রাপ্ত সম্পত্তি $\frac{৯২}{২৮৩}$ /৯-১/৯৬-৯৭ নং নামজারী মোকদ্দমায় গত ২৭/০২/৯৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা খারিজ করে নেয় এবং টাকার বিশেষ প্রয়োজনে উপযুক্ত মূল্যে ২৬/০৪/৯৭ ইং তারিখের ১২৩৭ নম্বর রেজিস্ট্রিকৃত কবলার দলিল মূলে ১নং প্রতিপক্ষের নিকট বিক্রয় করে দখল প্রদান করে। ১নং প্রতিপক্ষ তার এওয়াজ প্রাপ্ত ভূমি বাবদ $\frac{১৩২}{৪৫৭}$ /৯-১/৯৭-৯৮ নং নামজারী মোকদ্দমা মূলে ২৪/১২/৯৭ ইং তারিখের আদেশে জমা খারিজ করে নিয়ে গত ইং ২৯/১২/৯৭ ইং তারিখে ডি.সি আর. প্রাপ্ত হয় এবং ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করে। দরখাস্তে বর্ণিত এওয়াজ দলিল প্রকৃত পক্ষেই এওয়াজ দলিল বটে। ১নং প্রতিপক্ষ নাগগাতী মৌজার জমি এওয়াজ দিয়ে ২নং প্রতিপক্ষের তফসিল ভূমি এওয়াজ প্রাপ্ত হয়। এ কারণে ২নং প্রতিপক্ষ উক্ত এওয়াজ প্রাপ্ত ভূমি বিশেষ বিবেচনায় ৮০০০/- টাকা মূল্যে ১নং প্রতিপক্ষের নিকট বিক্রয় করেছে। নালিশী তফসিল ভূমি ১নং প্রতিপক্ষ এওয়াজ মূলে প্রাপ্ত হয়েছে। এ কারণে, দরখাস্তকারী আইনত: প্রিয়েমশনের আদেশ পেতে হকদার নয়।

বাদী ও বিবাদীর আরজি ও জবাব পর্যালোচনা করে বিজ্ঞ বিচারক নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেন:

- (১) বর্তমান আকারে ও প্রকারে অত্র দরখাস্তটি চলতে পারে কিনা?
- (২) দরখাস্তকারীর দরখাস্তটি তামাদি দ্বারা বারিত কিনা?
- (৩) দরখাস্তকারীর দরখাস্তটি পক্ষ দোষে দুষ্ট কিনা?
- (৪) নালিশী এওয়াজনামা দলিলটি প্রকৃত পক্ষে একটি বিক্রয় কবলা দলিল কিনা?
- (৫) দরখাস্তকারী তার প্রার্থীতমত প্রিয়েমশনের ডিক্রী পেতে হকদার কিনা?

অতঃপর, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরত: অগ্রক্রয়ের মামলাটি খারিজ করেন। বিচারিক আদালতের উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রিয়েমটর বিজ্ঞ জেলা জজ, সিরাজগঞ্জ সমীপে মিস আপীল নং ৪/২০১১ দায়ের করেন।

অতঃপর, বিজ্ঞ জেলা জজ উক্ত আপীলটি গ্রহণকরত: উহা নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ১ম আদালত, সিরাজগঞ্জ সমীপে প্রেরণ করেন। আপীল আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ করে বিচারিক আদালতের রায় ও আদেশের সাথে সহমত পোষণ করেন। ফলশ্রুতিতে আপীলটি না-মঞ্জুর করেন। আপীল আদালতের তর্কিত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রিয়েমটর কর্তৃক দাখিলী দেওয়ানা কার্যবিধির ১১৫(১) ধারার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বর্ণিত রুল জারী করা হয়।

প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব কাজী সদরুল হক নিবেদন করেন যে, মৌখিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রিয়েমটর অগ্রক্রয়ের মামলাটি প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বিচারিক আদালত অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অগ্রক্রয়ের মামলাটি খারিজ করেন। আপীল আদালত স্বাধীন ও নির্মোহভাবে উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বিচারিক আদালতের রায় ও আদেশের সাথে ঐকমত্য পোষণকরত: আপীলটি খারিজ করেছেন যা দৃশ্যত: অচল বিধায় রদ ও রহিতযোগ্য। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, প্রিয়েমটর মৌখিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তর্কিত দলিলটি একটি এওয়াজ দলিল নয় বরং সাফ কবলা দলিল।

অপরদিকে, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ জনাব মোঃ জাকির হোসেন সরদার নিবেদন করেন যে, তর্কিত দলিলটি একটি এওয়াজ দলিল বিধায় রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৬ ধারার ১০(বি) মোতাবেক বিনিময় দলিলের বিরুদ্ধে অগ্রক্রয়ের মামলা রক্ষণীয় নয়। সঙ্গত কারণে, বিচারিক আদালত মূল অগ্রক্রয়ের মামলাটি খারিজ করেছেন এবং আপীল আদালত স্বাতন্ত্রিকভাবে সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরত: বিচারিক আদালতের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। সঙ্গত কারণে, উভয় আদালতের যৌথ সমাপতনে (concurrent findings) হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ পরিলক্ষিত হয় না বিধায় রুলটি নিষ্ফলযোগ্য।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর মৌখিক নিবেদনসমূহ এবং নথিতে রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি এবং উভয়পক্ষের মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়।

বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ পর্যালোচনাকরত: অভিমত পোষণ করেন যে, অগ্রক্রয়ের মামলাটি তামাদিতে বারিত নয় ও পক্ষদোষে দুষ্ট নয়। তবে বিচারিক আদালত আরো অভিমত পোষণ করেন যে, তর্কিত দলিলটি একটি এওয়াজ দলিল তথা বিনিময় দলিল। সঙ্গত কারণে, বিনিময় দলিলের সম্পত্তি The State Acquisition and Tenancy Act এর ধারা ৯৬ (১০ বি) মোতাবেক অগ্রক্রয়ের মামলাটি রক্ষণীয় নয়।

আপীল আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, তর্কিত দলিলটি একটি বিনিময় দলিল। এই প্রসঙ্গে আপীল আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করছি:

“প্রার্থীর দরখাস্তে বর্ণিত ২৬/০৪/৯৭ ইং তারিখের ১২৩০ নং কবলামূলে এস.এ ৯৯ নং খতিয়ানভুক্ত ৩নং দাগের ৪৫ শতকের কাতে ১০ শতক ভূমি ১নং প্রতিপক্ষ ২নং প্রতিপক্ষ বরাবর এবং ২নং প্রতিপক্ষ একই কবলামূলে তার স্বত্ব দখলীয় এস.এ ৩০৩ দাগের ২২ শতক ভূমি হস্তান্তর করেন। উক্ত দলিল দৃষ্টে আরও পরিলাক্ষিত হয়, ১/২ নং প্রতিপক্ষগণ চাষাবাদ ও ভোগদখলের সুবিধার্থে এওয়াজকৃত ভূমি বর্ণিত কবলামূলে বিনিময় করেন। অতঃপর, এওয়াজ দলিল সম্পাদনের পর ২নং প্রতিপক্ষ $\frac{৯২}{২৮৩}$ /৯-১/৯৬-৯৭ নং নামজারিমূলে

এবং ১নং প্রতিপক্ষ $\frac{১৩২}{৪৫৭}$ /৯-১/৯৭-৯৮ নং নামজারিমূলে পৃথক পৃথকভাবে এওয়াজকৃত ভূমির জমাখারিজ করে উক্ত ভূমির খাজনাদি পরিশোধ করেন। তাছাড়া ১নং প্রতিপক্ষ এওয়াজমূলে প্রাপ্ত ভূমির ৩ শতকে মাটি ভরাট করে বসতবাড়ির সমান উঁচু করেন এবং বাকি ৭ শতকে তাঁত ফ্যান্টারীর অংশ হিসেবে দখল করেন। যেহেতু প্রার্থীপক্ষ ২৮/১০/৯৬ ইং তারিখের কবলার বিরুদ্ধে মূল বিবিধ মামলাটি দায়ের করেছেন। যেহেতু উক্ত দলিলটি একটি রেজিষ্ট্রকৃত দলিল হওয়ায় এবং দলিলের ভাষ্য অনুযায়ী এটি বিনিময় দলিল হওয়ায় রেজিষ্ট্রকৃত দলিলের বিপরীতে প্রার্থী-আপীলকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া, বর্ণিত বিনিময় দলিলমূলে বিনিময়কৃত ভূমিতে পক্ষগণ পৃথক পৃথকভাবে দখল গ্রহণ করে নামজারি ও জমাখারিজের মাধ্যমে পৃথক

খতিয়ান সৃজন করায় বিনিময়কৃত ভূমিতে ১/২ নং প্রতিপক্ষগণ স্বত্ব দখল প্রাপ্তির বিষয়টিও প্রমাণিত। এমতাবস্থায়, বিগত ২৮/১০/৯৬ ইং তারিখের কবলাকে বিক্রয় কবলা বলার কোন অবকাশ না থাকায় উক্ত কবলার বিরুদ্ধে অগ্রক্রয়ের প্রার্থনা মঞ্জুরযোগ্য নয়। তাছাড়া, পরবর্তীকালে ৪নং প্রতিপক্ষ ২নং প্রতিপক্ষের প্রাপ্ত ভূমি খরিদের কারণে এওয়াজ দলিলের বৈধতার বিপরীতে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই। বিজ্ঞ সহকারী জজ যথাযথভাবে উভয়পক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তর্কিত কবলাটিকে বিনিময় দলিল হিসেবে যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কাজেই, তর্কিত রায় ও আদেশ হস্তক্ষেপ করার মতো কারণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।”

উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে অত্র আদালত মনে করে যে, প্রিয়েমটর তর্কিত দলিলটি out and out sale deed মর্মে দাবী প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, প্রিয়েমটি তার উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তর্কিত দলিলটি একটি বিনিময় দলিল এবং উহা যথারীতি কার্যকর হয়েছে। সঙ্গত কারণে, the concurrent findings of the Courts below do not warrant for any interference. অত্র রুলের কোন সারবত্তা নাই। ফলে রুলটি নিষ্ফলযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, বর্ণিত রুলটি বিনা খরচায় discharge করা হলো। অত্রাদালত কর্তৃক ইতোপূর্বে জারীকৃত স্থগিতাদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

নিম্ন আদালতের নথি অত্র রায়ের কপিসহ জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন